

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে
কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্য
তাফসীর ৩য় পত্র: আত তাফসীরুল ফিকহী-২

مجموعة (أ) : ترجمة الآيات مع التفسير

ক অংশ: তাফসীরসহ আয়াতসমূহের অনুবাদ

(সূরা আস সাফফাত) سورة الصافات

প্রশ্ন: ৩২ | আয়াত নং ১ - ১০:

والصفت صفا - فالزجرت زجرا - فالتلية ذكرا - ان الهم لواحد - رب السموات والارض وما بينهما ورب المشارق - انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب - وحفظا من كل شيطن مار - لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقدرون من كل جانب - دحورا ولهم عذاب واصب - الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب -

প্রশ্ন: ৩৩ | আয়াত নং ১১ - ২১:

فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا - انا خلقهم من طين لازب - بل عجبت ويسخرون - و اذا ذكروا لا يذكرون - و اذا رروا اية يستسخرون - وقالوا ان هذا الا سحر مبين - عاذا متنا وكنا ترابا و عظاما عانا لمبعوثون - او اباونا الا ولون - قل نعم وانتم داخرون - فانما هي زمرة واحدة فاذا هم ينظرون - وقالوا يويننا هذا يوم الدين - هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون -

প্রশ্ন: ৩৪ | আয়াত নং ৫১ - ৬১:

قال قائل منهم انى كان لى قرين - يقول ائنك لمن المصدقين - عاذا متنا وكنا ترابا و عظاما عانا لمدينوون - قال هل انتم مطلعون - فاطلع فراه في سواء الجحيم - قال تالله ان كدت لتردين - ولو لا نعمة ربى لكنت من المحضرین - افما نحن بمبتهن - الا مو تتنا الاولى وما نحن بمعذبين - ان هذا لهو الفوز العظيم - لمثل هذا فليعمل العملون -

সূরা সোয়াদ (সূরা ১০৮) | سورة ص

প্রশ্ন: ৩৫ | آয়াত নং ১ - ১০:

ص - والقرآن ذى الذكر - بل الذين كفروا فى عزة وشقاق - كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص - وعجبوا ان جاءهم منذر منهم - وقال الكفرون هذا سحر كذاب - اجعل الالهة الها واحدا - ان هذا لشىء عجب - وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم - ان هذا لشىء يراد - ما سمعنا بهذا فى الملة الاخرة - ان هذا الا اختلاق - ءانزل عليه الذكر من بيننا - بل هم فى شك من ذكري - بل لما يذوقوا عذاب - ام عندهم خزائن رحمة رب العزيز الوهاب - ام لهم ملك السموات والارض وما بينهما - فليرتقوا فى الاسباب -

প্রশ্ন: ৩৬ | آয়াত নং ১২ - ৬:

كذبت قبليهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد - وثمود وقوم لوط واصحاب لئيكة - اولئك الاحزاب - ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب - وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فوائق - و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب -

সূরা আল মুমিন (সূরা ৯৮) | سورة المؤمن

প্রশ্ন: ৩৭ | آয়াত নং ১ - ৫:

حم - تنزيل الكتب من الله العزيز العليم - غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب - ذى الطول لا اله الا هو - اليه المصير - ما يجادل فى ايت الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم فى البلاد - كذبت قبليهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم - وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجلدوا بالباطل ليحضروا به الحق فأخذتهم - فكيف كان عقاب -

প্রশ্ন: ৩৮ | آয়াত নং ৩৪ - ৩৫:

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينت فما زلتم فى شك مما جاءكم به - حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا - كذلك يضل الله من هو مسرف

مرتبا - الذين يجادلون في ايت الله بغير سلطنه اتهم - كبر مقتنا عند الله
و عند الذين امنوا - كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار

(সূরা হা-মীম আস সাজদা) سورة حم السجدة

প্রশ্ন: ৩৯ | আয়াত নং ১ - ৬:

حم - تنزيل من الرحمن الرحيم - كتب فصلت ايته قرانا عربيا لقوم
يعلمون - بشيرا ونذيرا - فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون - وقالوا قلوبنا
في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اتنا
عملون - قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الحكم الله واحد فاستقيموا
اليه واستغفروه - وويل للمشركين - الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالآخرة
هم كفرون - ان الذين امنوا وعملوا الصالحة لهم اجر غير ممنون -

প্রশ্ন: ৪০ | আয়াত নং ২০ - ২৫:

وقالوا جلودهم لم شهدتم علينا - قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو
خلقكم اول مرة واليه ترجعون - وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم
ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون -
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخسران - فان يصبروا
فالنار مثوى لهم - وان يستع膘وا بما هم من المعتدين - وقيننا لهم قرناء
فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من
قبلهم من الجن والانس - انهم كانوا خسران -

সূরা আস সাফফাত (الصافات)

প্রশ্ন – ৩২: আয়াত নং: ১ – ১০

وَالصَّافَاتِ صَفَا ○ فَلَزَأِرَاتِ رَجْرًا ○ فَالثَّالِيَاتِ ذِكْرًا ○ ... إِلَّا مَنْ
خَطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ○

১. মুকাদ্দিমা (মুকাদ্দিমা) - ভূমিকা

মুকাদ্দিমা কাফিররা তাওহীদ ও আখিরাত অস্বীকার করত। এই সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বিভিন্ন দলের শপথ করে তাঁর একত্ববাদ (তাওহীদ) প্রমাণ করেছেন। পাশাপাশি আসমানের সৌন্দর্য ও শয়তানদের অনুপ্রবেশ রোধে নক্ষত্রমন্ডলীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মহাবিশ্বের নিরাপত্তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১: শপথ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডয়মান ফেরেশতাগণের।
- আয়াত নং ২: অতঃপর ধমকদানকারী বা ভর্ত্সনাকারী ফেরেশতাগণের (যারা মেঘমালাকে ধমক দিয়ে চালায়)।
- আয়াত নং ৩: অতঃপর জিকির বা কুরআন তিলাওয়াতকারী ফেরেশতাগণের।
- আয়াত নং ৪: নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক ও অদ্বিতীয়।
- আয়াত নং ৫: যিনি আসমানসমূহ, জমিন এবং উহাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব এবং উদয়স্থলসমূহের (মাশরিকের) রব।
- আয়াত নং ৬: নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্রাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত করেছি।
- আয়াত নং ৭: এবং তাকে সুরক্ষিত করেছি প্রতিটি বিদ্রোহী শয়তান থেকে।
- আয়াত নং ৮: তারা উর্ধ্বজগতে (ফেরেশতাদের) আলোচনা শুনতে পারে না; এবং (শুনতে চাইলে) সব দিক থেকে তাদের প্রতি উক্তা নিষ্কেপ করা হয়।

- আয়াত নং ৯: বিতাড়িত করার জন্য; এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি।
- আয়াত নং ১০: তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে, জ্বলন্ত উদ্ধাপিণ তার পশ্চাদ্বাবন করে।

৩. তাফসীর (تفسير) - ব্যাখ্যা)

- **আস-সাফফাত (الصافات):** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর ইবাদতে বা নির্দেশ পালনের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। দুনিয়াতে নামাজের কাতারে দাঁড়ানো এই ফেরেশতাদের সাদৃশ্য।
- **আল্লাহর একত্ববাদ:** এত বিশাল সৃষ্টিজগত ও ফেরেশতাদের শপথ করে আল্লাহ জানালেন যে, এই মহাবিশ্বের পরিচালক মাত্র একজন। একাধিক ইলাহ থাকলে শৃঙ্খলা নষ্ট হতো।
- **রাবুল মাশারিফ (رَبُّ الْمَسَارِق):** সূর্য বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে উদ্দিত হয়। প্রতিদিনের এই উদয়স্থল ভিন্ন হওয়ার কারণে বহুচন ‘মাশরিক’ ব্যবহার করা হয়েছে, যা আল্লাহর সূক্ষ্ম গণনার প্রমাণ।
- **আকাশের নিরাপত্তা:** নক্ষত্র বা তারকারাজির তিনটি কাজ—১. আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, ২. পথিকের দিশারী, এবং ৩. শয়তানদের বিতাড়িত করার ক্ষেপণাস্ত্র (শিহাব)। শয়তানরা গায়েবি খবর চুরি করতে গেলে উদ্ধা দিয়ে তাদের ধাওয়া করা হয়।

৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার)

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, গায়েবি খবরের মালিক একমাত্র আল্লাহ। জ্যেতিষ্ঠী বা গণকরা যা বলে, তা শয়তানের চুরি করা আংশিক তথ্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ মাত্র।

প্রশ্ন – ৩৩: আয়াত নং: ১১ – ২১

فَاسْتَقْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْتَ ... هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكْدِبُونَ

১. মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) - مقدمة

এই আয়াতগুলোতে মক্কার কাফিরদের পুনরুত্থান বা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। মানুষের সৃষ্টিকে বিশাল আসমান-জমিন ও ফেরেশতাদের সৃষ্টির তুলনায় তুচ্ছ প্রমাণ করে তাদের অহংকার চূর্ণ করা হয়েছে এবং কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১১: আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করুন—সৃষ্টি হিসেবে তারা বেশি কঠিন, নাকি আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি (আসমান-জমিন ও ফেরেশতা) তা? নিচ্যই আমি তাদের সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি থেকে।
- আয়াত নং ১২: বরং আপনি (তাদের অস্বীকার দেখে) বিস্মিত হচ্ছেন, আর তারা ঠাট্টা-বিন্দুপ করছে।
- আয়াত নং ১৩: আর যখন তাদের উপদেশ দেওয়া হয়, তারা তা গ্রহণ করে না।
- আয়াত নং ১৪: আর যখন তারা কোনো নির্দর্শন দেখে, তখন তা নিয়ে উপহাস করে।
- আয়াত নং ১৫: এবং বলে—‘এ তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।’
- আয়াত নং ১৬: ‘আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন কি আমরা সত্যিই পুনরুত্থিত হব?’
- আয়াত নং ১৭: ‘এবং আমাদের পূর্বপুরুষরাও কি?’
- আয়াত নং ১৮: বলুন—‘হ্যাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।’
- আয়াত নং ১৯: অতঃপর তা তো হবে একটি মাত্র বিকট আওয়াজ (শিঙার ফুঁকার), তখনই তারা তাকিয়ে দেখবে (সবাই জীবিত হয়ে গেছে)।

- আয়াত নং ২০: তারা বলবে—‘হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এটাই তো প্রতিদান দিবস।’
- আয়াত নং ২১: (বলা হবে)—‘এটাই সেই ফয়সালা দিবস, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।’

৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা

- **জীন লা-যির (طين لازب):** এর অর্থ আঠালো ও চটচটে কাদা। মানুষের মূল উপাদান মাটি। যারা সামান্য মাটি থেকে তৈরি, তারা কীভাবে আল্লাহর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে?
- **সৃষ্টির তুলনা:** আল্লাহ আসমান, জমিন, পাহাড় ও ফেরেশতাদের মতো বিশাল সৃষ্টি তৈরি করেছেন। তাদের তুলনায় দুর্বল মানুষ সৃষ্টি বা পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহর জন্য অতি নগণ্য ব্যাপার।
- **কাফিরদের মনস্তুক:** তারা নবীর কথা শুনলে যুক্তি দিয়ে বিচার করত না; বরং ঠাট্টা ও বিন্দুপ করত। মু‘জিজা দেখলে তাকে জাদু বলত। এটি অহংকারী ও গোঁড়া লোকদের স্বভাব।
- **যাজরাতুন ওয়াহিদা (زجرة واحدة):** কিয়ামতের দিন মানুষকে জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টির আয়োজনের প্রয়োজন নেই; ইসরাফীল (আ)-এর শিঙায় মাত্র একটি ফুঁৎকারই যথেষ্ট।

৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার

পুনরুত্থান সত্য এবং অনিবার্য। দুনিয়াতে যারা ধর্ম নিয়ে উপহাস করে, আখিরাতে তাদের লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না—এটাই এই আয়াতের শিক্ষা।

প্রশ্ন – ৩৪: আয়াত নং: ৫১ – ৬১

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ○ ... لِمِثْلِ هَذَا فَلِيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ○

১. মুকাদ্দিমা (مقدمة) - ভূমিকা

এই আয়াতগুলোতে জান্নাতবাসীদের একে অপরের সাথে কথোপকথনের একটি দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। একজন জান্নাতি ব্যক্তি তার দুনিয়ার এক বন্ধুর কথা স্মরণ

করবে, যে তাকে আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহে ফেলার চেষ্টা করত। অবশ্যে সে দেখবে তার সেই বন্ধু জাহানামে জ্বলছে। এটি সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের পরিণতির এক জীবন্ত চিত্র।

২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ৫১: তাদের (জাহানিদের) একজন বলবে—‘দুনিয়াতে আমার এক সঙ্গী ছিল।’
- আয়াত নং ৫২: ‘সে বলত—তুমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত যাবা (পুনরুত্থানকে) বিশ্বাস করে?’
- আয়াত নং ৫৩: ‘আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমাদের প্রতিফল দেওয়া হবে?’
- আয়াত নং ৫৪: সে (জাহানি ব্যক্তি) বলবে—‘তোমরা কি উকি দিয়ে দেখতে চাও?’
- আয়াত নং ৫৫: অতঃপর সে উকি দেবে এবং তাকে (সেই বন্ধুকে) জাহানামের ঠিক মাঝখানে দেখতে পাবে।
- আয়াত নং ৫৬: সে বলবে—‘আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।’
- আয়াত নং ৫৭: ‘আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে, আমিও (আজ তোমার সাথে) গ্রেফতারকৃতদের শামিল হতাম।’
- আয়াত নং ৫৮: (সে আনন্দের আতিশয্যে বলবে)—‘আমরা কি আর মরব না?’
- আয়াত নং ৫৯: ‘আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া? এবং আমাদের কি শান্তি দেওয়া হবে না?’
- আয়াত নং ৬০: নিশ্চয়ই এটিই মহাসাফল্য।
- আয়াত নং ৬১: এমন সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত।

৩. তাফসীর (تفسير) - ব্যাখ্যা

- **কারীন (قرین):** এখানে কারীন অর্থ দুনিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সহচর। খারাপ বন্ধু মানুষকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে।
- **সাওয়া-ইল জাহাম (سواءِ الجَهَنَّم):** জান্নাতি ব্যক্তি জাহানামের দিকে তাকালে তার সেই অবিশ্বাসী বন্ধুকে আগুনের ঠিক মধ্যস্থলে দেখতে পাবে। জান্নাত ও জাহানামের মাঝখানের পর্দা সরিয়ে এই দ্রৃশ্য দেখানো হবে, যাতে জান্নাতি ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা আরও বেড়ে যায়।
- **আল্লাহর নিয়ামত:** জান্নাতি ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, সে নিজের বুদ্ধিতে নয়, বরং আল্লাহর বিশেষ রহমতে এবং হেদায়েতের ওপর অটল থাকার কারণেই আজ রক্ষা পেয়েছে।
- **মহাসাফল্য (الفوز العظيم):** দুনিয়ার ধন-সম্পদ নয়, জাহানাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে অনন্ত জীবনই প্রকৃত সাফল্য।

৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার

বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। অসৎ বন্ধু ইহকাল ও পরকাল উভয়টি ধ্বংস করতে পারে। আর জান্নাতই মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সূরা সোয়াদ (ص)

প্রশ্ন – ৩৫: আয়াত নং: ১ – ১০

ص ﴿ وَالْقُرْآنَ ذِي الدَّكْرِ ﴾ بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشَقَاقٍ ﴾ ...
فَلَيْرَتَّقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴾

১. মুকাদ্দিমা (مقدمة) - ভূমিকা

এই সূরার প্রথমাংশে মহান আল্লাহ কুরআনের শপথ করে কাফিরদের অহংকার ও হঠকারিতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। মক্কার মুশরিকরা তাওহীদের দাওয়াত শুনে বিস্মিত হয়েছিল এবং বহু খোদার পরিবর্তে ‘এক খোদা’র ধারণাকে ‘অদ্ভুত’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের সেই জাহেলি আচরণের জবাব এখানে দেওয়া হয়েছে।

২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১: সোয়াদ। উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ।
- আয়াত নং ২: বরং কাফিররা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত।
- আয়াত নং ৩: আমি তাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি; তখন তারা আর্তনাদ করেছিল, কিন্তু তখন পরিত্রাণ পাওয়ার সময় ছিল না।
- আয়াত নং ৪: তারা বিস্মিত হলো যে, তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী তাদের কাছে এসেছে। আর কাফিররা বলল—‘এ তো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।’
- আয়াত নং ৫: ‘সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহে পরিণত করেছে? নিশ্চয়ই এটি এক অদ্ভুত ব্যাপার।’
- আয়াত নং ৬: তাদের নেতারা এই বলে সরে পড়ল যে—‘চলো এবং তোমরা তোমাদের দেবদেবীদের পূজায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই এর (মুহাম্মদের দাওয়াতের) পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে।’
- আয়াত নং ৭: ‘আমরা তো শেষ ধর্মে (খ্রিস্টধর্ম বা কোরাইশদের প্রথাগত ধর্মে) এমন কথা শুনিনি। এটি মনগঢ়া উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।’
- আয়াত নং ৮: ‘আমাদের সবার মধ্য থেকে কি কেবল তার ওপরই উপদেশ (কুরআন) নাজিল করা হলো?’ বস্তুত তারা আমার ওহী সম্পর্কে সন্দেহে আছে; বরং তারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।
- আয়াত নং ৯: তাদের কাছে কি আপনার রবের রহমতের ভাগীর আছে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাদাতা?
- আয়াত নং ১০: নাকি আসমানসমূহ, জমিন ও এ দুর্যোগ মধ্যবর্তী সবকিছুর রাজত্ব তাদের? যদি তাই হয়, তবে তারা সিঁড়ি বেয়ে (আকাশে) আরোহণ করুক (এবং ওহী আসা বন্ধ করুক)!

৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা

- **যিষ যিকর (ذِي الذَّكْر):** এর অর্থ সম্মান ও উপদেশের ধারক। আল্লাহ কুরআনের শপথ করে বুঝিয়েছেন যে, এই কিতাব প্রহণ করলেই মানুষ সম্মানিত হবে।
- **ইজ্জাতিন ওয়া শিকাক (عَزَّةٌ وَشَفَاقٌ):** কাফিরদের বিরোধিতার মূল কারণ সত্য না জানা নয়, বরং তাদের বংশগত অহংকার (ইজ্জত) এবং সত্যের বিরুদ্ধে জেদ (শিকাক)।
- **তাওহীদে বিস্ময়:** মুশরিকদের কাছে ৩৬০টি মূর্তির বদলে এক আল্লাহর ইবাদত করা ছিল অকল্পনীয়। তারা একে ‘উ‘জাব’ বা বিস্ময়কর ব্যাপার মনে করত।
- **মিল্লাতিল আখিরাহ (الْمُلْلَةُ الْآخِرَةُ):** এর দ্বারা তাদের বাপ-দাদার ধর্ম অথবা সমসাময়িক নাসারা (খ্রিস্টান) ধর্মকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে ত্রিত্ববাদ বা বহুঈশ্বরবাদ ছিল।
- **আসবাব (بِالْأَسْبَابِ):** এর অর্থ রশি বা সিঁড়ি। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন—যদি তারা মনে করে নবুওয়াত বট্টন তাদের হাতে, তবে তারা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে দেখুক ওহী কীভাবে নাজিল হয় বা তা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুক।

৪. খাতিমা - উপসংহার)

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণ হলো অহংকার। তাওহীদ মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম, একে অস্বীকার করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন – ৩৬: আয়াত নং: ১২ – ১৬

كَذَّبُتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ دُوْ إِلْأَوْتَادِ ... وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا
قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

১. মুকাদ্দিমা (মুকাদ্দিমা) - ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে মক্কার কাফিরদের সতর্ক করার জন্য অতীত জাতিসমূহের করুণ পরিণতির ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। নৃহ (আ), আদ, ছামুদ এবং

ফেরাউনের মতো শক্তিশালী জাতিরা যখন রাসূলদের অস্তীকার করেছিল, তখন তাদের কীভাবে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিল—তা এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১২: তাদের পূর্বেও অস্তীকার করেছিল নৃহের সপ্তদশায়, আদ এবং কীলক বা খুঁটিওয়ালা ফেরাউন।
- আয়াত নং ১৩: এবং ছামুদ, লুতের সপ্তদশায় ও আইকাবাসী (শুয়াইব আ.-এর কওম); এরাই ছিল বিশাল বাহিনী (আহ্যাব)।
- আয়াত নং ১৪: তাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে আমার শাস্তি (তাদের ওপর) অবধারিত হয়েছে।
- আয়াত নং ১৫: তারা (মক্কাবাসীরা) কেবল একটি মহানাদের (ভয়ংকর শব্দের) অপেক্ষা করছে, যাতে কোনো বিরতি থাকবে না।
- আয়াত নং ১৬: তারা (বিদ্রূপ করে) বলে—‘হে আমাদের রব! হিসাব দিবসের আগেই আমাদের (শাস্তির) অংশ তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন।’

৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা

- যুল আওতাদ (دُوْلَّاْوَتَادِ): ফেরাউনকে ‘খুঁটিওয়ালা’ বলা হয়েছে। কারণ, ১. সে মানুষকে চার হাত-পায়ে পেরেক বা খুঁটি মেরে শাস্তি দিত, অথবা ২. তার সাম্রাজ্য খুঁটির মতো মজবুত ও শক্তিশালী ছিল।
- আসহাবুল আইকাহ (أَصْحَابُ الْأَلْهَزَ): আইকাহ মানে ঘন বন বা জঙ্গল। হ্যরত শুয়াইব (আ)-এর কওম জঙ্গলে বাস করত। ওজনে কম দেওয়ার কারণে তাদের ধ্বংস করা হয়।
- আহ্যাব (بُلْهَزَ): অর্থাৎ তারা ছিল তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি বা সম্মিলিত বাহিনী। কিন্তু আল্লাহর আজাবের সামনে তাদের শক্তি টিকেনি।
- সাইহাতান ওয়াহিদাহ (صَيْحَةً وَاحِدَةً): এর অর্থ ইসরাফীল (আ)-এর শিঙার ফুঁৎকার বা জিবরাইল (আ)-এর ভয়ংকর আওয়াজ। মক্কার

কাফিররা ভবছে তাদের সময় দেওয়া হবে, কিন্তু মৃত্যু বা কিয়ামত চোখের পলকে চলে আসবে।

- **কিভানা (قطنا):** এর শাব্দিক অর্থ ‘অংশ’ বা ‘লিপিবদ্ধ কাগজ’। এখানে কাফিররা ঠাট্টা করে বলছে—‘আধিরাতের শাস্তির যে অংশের ভয় তুমি দেখাচ্ছ, তা আমাদের এখনই দিয়ে দাও।’ এটি তাদের চরম ধৃষ্টতার প্রমাণ।

৪. খাতিমা - خاتمة (উপসংহার)

ক্ষমতা ও দলবল নিয়ে বড়াই করা বৃথা। অতীতের শক্তিশালী জাতিগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা না নিলে, তাদের মতো পরিণতি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না।

(সূরা আল মুমিন / غافر) গাফির

প্রশ্ন – ৩৭: আয়াত নং: ১ – ৫

ح ○ تَبَرِّئُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○ ... فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ ○

১. মুকাদ্দিমা - ভূমিকা

এই সূরার প্রারম্ভে মহান আল্লাহর কতিপয় মহান গুণাবলি—ক্ষমা, তাওবা করুন ও শাস্তির কঠোরতা—উল্লেখ করে কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। কাফিরদের চাকচিক্যময় জীবন দেখে মুমিনদের প্রতারিত না হতে বলা হয়েছে এবং অতীত জাতিসমূহের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. তরজমা - ترجمة (অনুবাদ)

- আয়াত নং ১: হা-মীম।
- আয়াত নং ২: এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।
- আয়াত নং ৩: তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা করুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং সামর্থ্যবান (অনুগ্রহকারী); তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন।

- আয়াত নং ৪: কাফিররা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে না। সুতরাং দেশে দেশে তাদের (দণ্ডভরে) বিচরণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।
- আয়াত নং ৫: তাদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে বহু দল (রাসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছিল। প্রতিটি জাতি নিজ নিজ রাসূলকে পাকড়াও করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তারা মিথ্যা বা অসার যুক্তি দিয়ে সত্যকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। ফলে আমি তাদের পাকড়াও করলাম। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি!

৩. তাফসীর (تفسير) - ব্যাখ্যা

- **আল্লাহর শুগাবলি:** একই সাথে তিনি ‘গাফিরুজ্য যানব’ (পাপ ক্ষমাকারী) ও ‘শাদীদুল ইকাব’ (কঠোর শাস্তিদাতা)। এই দুই শুগের সমন্বয় মুমিনের মনে ভয় ও আশার ভারসাম্য তৈরি করে। ‘যিত-তাওল’ (ذِي الطُّول) অর্থে তিনি স্বচ্ছতা বা অনুগ্রহের মালিক।
- **কাফিরদের বিতর্ক:** আল্লাহর আয়াত বা বিধান নিয়ে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক করা কাফিরদের স্বভাব। মুমিনরা শুনেই মেনে নেয়।
- **তাকস্লুব (فَلْ):** এর অর্থ বিচরণ বা ঘোরাফেরা। কাফিরদের দুনিয়াবি ক্ষমতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন দেখে মুমিনদের হতাশ হওয়া উচিত নয়; কারণ এটি সাময়িক পরীক্ষা মাত্র।
- **অতীতের ষড়যন্ত্র:** নূহ (আ) থেকে শুরু করে সকল নবীর বিরুদ্ধেই কাফিররা ষড়যন্ত্র করেছে এবং মিথ্যা যুক্তি দিয়ে সত্যকে দমানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় সত্যেরই হয়েছে।

৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার

দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহর ক্ষমা ও শাস্তির কথা স্মরণ রেখে সত্যের ওপর অবিচল থাকাই মুমিনের দায়িত্ব।

প্রশ্ন - ৩৮: আয়াত নং: ৩৪ – ৩৫

وَلَقْدْ جَاءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلٍ بِالْبَيِّنَاتِ ... كَذِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَبْ مُتَكَبِّرٍ
جَبَارٌ

১. মুকাদ্দিমা (মقدمة) - ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে ফেরাউনের দরবারের সেই ‘মুমিন ব্যক্তি’র (যিনি তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন) জ্বালাময়ী ভাষণের অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের সন্দেহ ও অহংকারের নিন্দা জানিয়েছেন।

২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ)

- আয়াত নং ৩৪: এর আগে ইউসুফ তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন, তাতে তোমরা সর্বদা সন্দেহে ছিলে। অবশ্যে যখন তিনি মারা গেলেন, তখন তোমরা বলেছিলে—‘আল্লাহ তাঁর পরে আর কাউকে রাসূল করে পাঠাবেন না।’ এভাবেই আল্লাহ সীমালজ্ঞনকারী ও সংশয়বাদীকে পথচার করেন।
- আয়াত নং ৩৫: যারা নিজেদের কাছে কোনো দলিল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (তাদের এ কাজ) আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারের অন্তরে সিলমোহর মেরে দেন।

৩. তাফসীর (تفسير) - ব্যাখ্যা)

- ইউসুফ (আ)-এর আগমন: মিশরে মুসা (আ)-এর পূর্বে ইউসুফ (আ) এসেছিলেন। তিনি অজুহাতহীন দলিল এবং ইনসাফপূর্ণ শাসন উপহার দেওয়া সঙ্গে মানুষ তাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন।
- আন্ত ধারণা: ইউসুফ (আ)-এর মৃত্যুর পর তারা ভেবেছিল নবুওয়াতের ধারা শেষ। এটি ছিল তাদের মনগড়া কথা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা নবুওয়াত দেন।

- **মুসরিফ ও মুরতাব (مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ):** যারা পাপের সীমালজ্ঞন করে (মুসরিফ) এবং সত্যের ব্যাপারে সবসময় সন্দেহে থাকে (মুরতাব), আল্লাহ তাদের হিদায়াত দেন না।
- **অন্তরে সিলমোহর:** অহংকার ও স্বেরাচারী মনোভাব সত্য গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। যারা দলিল ছাড়া আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে মোহরাক্ষিত করে দেন, ফলে তারা আর সত্য বুবতে পারে না।

8. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার

সন্দেহ ও অহংকার মানুষকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। যারা বিনয়ী এবং সত্যের দলিল মেনে নেয়, তারাই কেবল হিদায়াতের আলো পায়।

(سورة حم السجدة / فصلت) (Surah Ham, Sajda / Fathat)

প্রশ্ন – ৩৯: আয়াত নং: ১ – ৮

○ حم ○ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ ... لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ○

১. মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) - مقدمة

এই সূরার প্রথমাংশে মহান আল্লাহ কুরআনের অলৌকিকত্ব, এর সুস্পষ্ট আরবি ভাষা এবং এর বিষয়বস্তুর (সুসংবাদ ও সতর্কতা) বর্ণনা দিয়েছেন। এর বিপরীতে মুক্তার কাফিরদের চরম হঠকারিতা এবং তাদের মনগড়া অজুহাতগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। পাশাপাশি মুশরিকদের (যারা যাকাত দেয় না ও আখিরাত অস্বীকার করে) ভয়াবহ পরিণতির বিপরীতে মুমিনদের নিরবচ্ছিন্ন পুরক্ষারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ১।

২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১: হা-মীম।
- আয়াত নং ২: (এই কিতাব) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।

- আয়াত নং ৩: এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; আরবি ভাষায় কুরআন—এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে (বোঝে)।
- আয়াত নং ৪: সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই তারা শোনে না।
- আয়াত নং ৫: তারা বলে—‘তুমি যার দিকে আমাদের ডাকছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর পর্দাবৃত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং আমাদের ও তোমার মাঝে আছে আড়াল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করছি।’
- আয়াত নং ৬: বলুন—‘আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। অতএব তোমরা তাঁর পথেই দৃঢ় থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে ধ্বংস (দুর্ভেগ)।’
- আয়াত নং ৭: যারা যাকাত দেয় না এবং তারা আখিরাতে বিশ্বাসী নয় (কাফির)।
- আয়াত নং ৮: নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে এমন প্রতিদান যা কখনো শেষ হবে না (নিরবচ্ছিন্ন)।

৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা)

- **কিতাবুন ফুসসিলাত (كتابٌ فصلٌ):** এই কিতাবের আয়াতগুলো সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত। এতে হালাল-হারাম, ওয়াদা-ওয়াইদ সব পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাষা আরবি হওয়ায় আরবরা সহজেই তা বুঝতে পারে, তাই তাদের না বোঝার কোনো যৌক্তিক অজুহাত নেই।
- কাফিরদের তিনটি অজুহাত: সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তারা তিনটি বাহানা দিত—

১. আকিন্না (أَكْنَى): অন্তর পর্দাবৃত, তাই কথা বুঝে আসে না।
২. ওয়াকর (وَفَرْ): কানে ছিপি আঁটা বা বধিরতা।

৩. হিজাব (حِجَاب): আমাদের ও তোমার মাঝে অদ্শ্য দেওয়াল আছে।

মূলত এগুলো ছিল তাদের জেদ ও অহংকারের বহিঃপ্রকাশ।

- **বাশার ও ওহী:** কাফিররা অবাক হতো যে মানুষ কীভাবে নবী হয়। আল্লাহ উত্তর দিলেন, নবী মানুষই হন, কিন্তু পার্থক্য হলো তাঁর কাছে আসমানি বার্তা (ওহী) আসে। তাঁর কাজ হলো মানুষকে এক আল্লাহর দিকে ডাকা।
- **মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য:** আয়াতে মুশরিকদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের দুটি প্রধান দোষ উল্লেখ করা হয়েছে— ১. তারা যাকাত দেয় না (কার্পণ্য করে ও আত্মার পরিশুদ্ধি করে না), ২. তারা আখিরাত অস্মীকার করে। মাস্কী সূরায় ‘যাকাত’ দ্বারা সাধারণত আত্মার পবিত্রতা বা সাধারণ দান-সদকা বোঝানো হয়, যা ঈমানের প্রমাণ।
- **আজবুন গায়রু মামনুন (أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ):** মুমিনদের জন্য জান্নাতে এমন পুরস্কার রয়েছে যা কখনো কাটা যাবে না বা শেষ হবে না; তা হবে চিরস্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন।

৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার)

কুরআন বোঝার জন্য উন্মুক্ত মন প্রয়োজন। যারা গোঁড়ামি করে নিজেদের কান ও অন্তর বন্ধ করে রাখে, হেদায়েত তাদের নসিব হয় না। আর ঈমানের দাবি হলো দানশীলতা ও আখিরাতের প্রস্তুতি, যা মানুষকে চিরস্থায়ী সুখের সন্ধান দেয়।

প্রশ্ন – ৪০: আয়াত নং: ২০ – ২৫

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَمَعْهُمْ ... إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

১. মুকাদ্দিমা (مقدمة) - ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে হাশরের ময়দানের একটি ভয়ংকর দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ গোপনে পাপ করে ভাবত কেউ দেখছে না। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (কান, চোখ, চামড়া) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী

দেবে। শয়তান বা মন্দ বন্ধুদের পাণ্ডায় পড়ে মানুষ কীভাবে পথভ্রষ্ট হয়, তাও এখানে বর্ণিত হয়েছে।

২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- **আয়াত নং ২০:** অবশ্যে যখন তারা জাহানামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।
- **আয়াত নং ২১:** তারা তাদের চামড়াকে বলবে—‘কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?’ তারা বলবে—‘আল্লাহ আমাদের বাকশত্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশত্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।’
- **আয়াত নং ২২:** ‘তোমরা (পাপ করার সময়) গোপন করতে না এই ভেবে যে, তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। বরং তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করো তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।’
- **আয়াত নং ২৩:** ‘তোমাদের রবের প্রতি তোমাদের এই ধারণা (কু-ধারণা) তোমাদের ধ্বংস করেছে; ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।’
- **আয়াত নং ২৪:** এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও আগুনই তাদের আবাস; আর যদি তারা ওজর-আপত্তি পেশ করে (সন্তুষ্টি চায়), তবুও তারা সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে না।
- **আয়াত নং ২৫:** আর আমি তাদের জন্য কিছু সহচর (শয়তান বন্ধু) নিয়োজিত করেছিলাম; তারা তাদের সামনের ও পেছনের বিষয়গুলোকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল। ফলে তাদের ওপর (শাস্তির) ফয়সালা অবধারিত হয়েছে, যেমন হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানব জাতির ওপর। নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা

- **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য:** দুনিয়াতে মুখ দিয়ে মিথ্যা বলা সম্ভব, কিন্তু আখিরাতে মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে। তখন হাত, পা ও চামড়া কথা

বলবে। চামড়া (জুলুদ) দ্বারা কোনো কোনো মুফাসিসির লজ্জাস্থানকেও বুঝিয়েছেন।

- **আল্লাহর কুদরত:** চামড়া কীভাবে কথা বলে? উত্তর হলো—যিনি জিহ্বাকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি জড় পদার্থ বা চামড়াকেও কথা বলার শক্তি দিতে পারেন।
- **লুকানোর বৃথা চেষ্টা:** মানুষ মানুষের চোখ ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পাপ লুকাবে কীভাবে?
- **বাজে ধারণা (জম):** কাফিরদের ধ্বংসের মূল কারণ ছিল তাদের এই ধারণা যে, আল্লাহ হয়তো গোপন পাপগুলো জানেন না। এই ‘কু-ধারণা’ই তাদের জাহানামে নিয়ে গেছে।
- **কুসঙ্গ (কুরান):** আল্লাহ পাপীদের ঘাড়ে শয়তান বন্ধু চাপিয়ে দেন। এই শয়তানরা দুনিয়ার মোহ এবং আখিরাতের অবিশ্বাসকে তাদের সামনে চাকচিক্যময় করে তোলে।

৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার)

আল্লাহর জ্ঞান থেকে কিছুই গোপন থাকে না। নিজের শরীরের অঙ্গগুলোই যেখানে গোয়েন্দা, সেখানে পাপ করে পার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। মন্দ বন্ধু ও কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকাই মুক্তির উপায়।
